গ্নু-লিনাক্স ইশকুল

জিএলটি মধ্যমগ্রাম
glt-mad@ilug-cal.org

জিএলটি-মধ্যমগ্রাম এবং এই পাঠমালা নিয়ে বেশ কিছু লেখা লিখতে হয়েছে লেখার এই আট মাসে, পাঠমালাটা লেখার নানা পর্যায়ে নানা জনের সঙ্গে নানা আলোচনার সূত্রে, নানা রকম পাঠানোর প্রয়োজনে, বাংলায় এবং ইংরিজিতে। তার থেকে দুটো এই সংযোজনে দিচ্ছি। এগুলো পাঠমালাতেই দিয়ে দেওয়ার বিষয়টায় আমি নিজে তেমন নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু অন্যরা, বিশেষ করে অশেষ খুবই চেয়েছিল, এগুলো এখানে যাক। বিশেষ করে জিএলটি ব্যাপারটা নিয়ে স্পষ্টতা তৈরি করার জন্যেই। যদি অপছন্দ হয়, গালাগালটা ওকে দেবেন। আমায় নয়।

।। সংযোজন।।

১।। জিএলটি কী? জিএলটি কে?

ওদের নেট, আমাদের নেট

গ্নু-লিনাক্স তার আবির্ভাব থেকেই নেটবাহন। আমরা জিএলটি ইশকুল পাঠমালার পাঁচ নম্বর দিনে সেই আলোচনা বিশদ করে করেছি, কী ভাবে রিচার্ড স্টলম্যানের শুরু করা ফ্রি সফটওয়ার আন্দোলন থেকে তৈরি হওয়া গ্নু সফটওয়ারদের উপর দাঁড়িয়ে লিনাস টরভাল্ডসের লিনাক্স কারনেল তথা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ঘটে ওঠার জন্যেই, তার একটা অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হিশেবে, ইন্টারনেটটা তার আগে থেকেই তৈরি হয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। ইন্টারনেট না-থাকলে, গ্নু-লিনাক্সকে আমরা যে আকারে চিনি সেই আকারে গজিয়ে ওঠাটা একান্তই অসম্ভব ছিল।

কিন্তু আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, গ্নু এবং লিনাক্সের এই সমাহার, যাকে আমি গ্নু-লিনাক্স বলে ডেকেছি এই পাঠমালায়, তার বাহন সেই নেট আর আমাদের নেট এক জিনিষ নয়। আমাদের বাস্তবতায়, আর একই কলকাতা একই বাংলার মধ্যে তো আরো অনেক কলকাতা অনেক বাংলা রয়ে যায়, তাদের অনেকগুলোর কাছেই নেট আসলে নেই। যখন নেটে টেকনিকাল প্রবেশাধিকারটুকু আছে তখন নেই নেটের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিচয়, নেই ভাষাগত আত্মীয়তা। নেই নেটে চালু নানা ধরনের কায়দাকানুনের সঙ্গে আত্মীয়তা, মানে নেট আসলে নেই। যতটা নেটবাসিতা বা নেটিজেনশিপ থাকলে সেটা তৈরি হয়ে যায় একজনের মধ্যে, সে সুযোগ কজনের আছে? আমার আমাদের চেনা কলকাতায় চেনা বাংলায়?

অথচ, গ্নু-লিনাক্সের কার্যধারা — সেটা তো নেটনির্ভর। নেট থেকে আইএসও নামাও, সিডিতে পুড়িয়ে নাও, মেশিনে ইনস্টল করো, বা এফটিপি মানে ফাইল-ট্রান্সফার-প্রোটোকল সংযোগে, সরাসরি নেট থেকেই ইনস্টল করো। ইনস্টল করতে গিয়ে, বা করার পর, কোনো সমস্যা হল — লিনাক্স-ইউজার-গ্রুপে, ছোট করে যাকে লাগ বলে, সেখানে জানাও, তোমার সমস্যা সমাধানের পথ অন্য সহকর্মীরাই বলে দেবে। আর গ্নু-লিনাক্স সংক্রান্ত নানা সংবাদের জন্যে আছে নানা নিউজগ্রুপ এবং ওয়েবসাইট। নানা শাখায় ছড়িয়ে যাওয়া একটা স্নায়ুজালের মত — এর গোটাটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে গ্নু-লিনাক্স।

কিন্তু, আমাদের ছেলেপিলেরা, একটা ফাইল ডাউনলোড করতেই, কয়েক কেবি বেশি কম হলে, যারা হিক্কা খায়, যাদের পারিবারিক বাজেট, যারা এমনকি একটা মোডেম এবং একটা নেট কানেকশনটুকুও কিনে উঠতে পারেনা, খরচ সামলে উঠতে পারেনা, অথচ, একটা কম্পিউটারে হাত মারার জায়গা একটু আছে, নিজের হোক, দাদা-কাকার হোক, কি ইন্সটিটিউট বা ওরকম কিছুর সূত্রে হোক, তারা যদি উইনডোজের সর্বব্যাপী কম্পিউটার-রাজনীতির বাইরে একটুও জায়গা খুঁজে উঠতে চায়, যেখানে অন্তত তার নিজের জানতে এবং বুঝতে চাওয়ার স্বাধীনতাটা তার নিজেরই, তখন সে কী করবে? অথচ রিসোর্সগুলো একদমই যে অপ্রাপ্তব্য তাও তো নয়, কেউ কেউ এক আধটা সিডি-ইমেজ ডাউনলোড করে, কেউ বাইরে থেকে পরিচিত কেউ আসার সূত্রে কিছু পেয়ে যায়, কেউ একটা কোনো ডিস্ট্রিবিউশন কেনে। আর গ্নু-লিনাক্সে তো যে কেউ যে কারুর কাছ থেকে এগুলো নিতে পারে, কোনো বেআইনি কাজ তাতে হয়না। তাহলে, যার কাছে যতটুকু খুঁদকুড়ো আছে সেগুলোকে এক জায়গায় মিলিয়ে ফেললেই তো বেশ একটা

রিসোর্স ভাণ্ডার তৈরি হতে পারে। রিসোর্স মানে তো শুধু সিডি না, গ্নু-লিনাক্স সংক্রান্ত নানা খবরাখবর, অন্য যারা কাজ করছে তাদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ। গ্নু-লিনাক্স কেন্দ্র করে যে বিপুল পরিমান বইপত্র নেটে সম্পূর্ণ অ-মূল্যে দেওয়া আছে, তারই দুটো কুচো আমি নামিয়েছিলাম, তিনটে কুচো সে, এবং চার-পাঁচটা সখা — এবার এই গোটাটা মেলালেই তো বেড়ে একটা মিনি লাইব্রেরি হয়ে গেল।

এটাই জিএলটি, এভাবেই। গ্নু-লিনাক্স ঠেক, এই কথাটাকে ইংরিজি বর্ণমালায় লিখে প্রতিটি শব্দের প্রথম আখরটা তুলে, জিএলটি। ‘ঠেক’ এই শব্দটা, জিএলটি ইশকুল পাঠমালার ‘ইশকুল’ এই শব্দটা — এই গোটাটাই সচেতন চেষ্টা, একটা বিরোধিতা, গরিব দেশের গরিব ছাগলের গরিবতর তিন নম্বর ছানাদের নেচে কুঁদে বেড়ানোর নেপথ্য দৃশ্য হিশেবে কম্পিউটারের মুলো ঝুলিয়ে, এবং একই সাথে তার সঙ্গে মহিমা এবং ভয়ের জুজু, তাদের মধ্যে ব্যাবসা চারিয়ে দেওয়ার, আর একই সঙ্গে শিখতে না-দেওয়ার রাজনীতির বিরুদ্ধে। এই রাজনীতির অংশ শুধু উইনডোজ নয়, এই রাজনীতির অংশ আমাদের গরিব দেশের দারিদ্রব্যবসায়ী জমিদারপ্রথার শেষ উচ্ছিষ্ট অ্যাকাডেমিবাজরাও। লোভ দেখানোর এবং শিখতে না-দেওয়ার এই দুমুখো সাপলুডোর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, এসো ভাই, আমাদের সাথে ঠেক মারো, এখানে ইশকুলও যা আছে তা বাঙালি জিভে প্যাঁচ খাওয়া ‘স’-বিস্তার স্কুল নয়, নিতান্তই ইশকুল, শুনলেই মনে হয়, পাশে খালপাড়ে বাঁশঝাড়ে কঞ্চি দুলছে, দেওয়ালে আবহাওয়ার নিজের হাতে রচিত জানলার ফাঁক দিয়ে প্রায়ই ঢুকে পড়ে কুকুরছানা, ইত্যাদি। কিন্তু, সেখানে চাইলে কম্পিউটার দিয়ে ভাবতে শেখার চেষ্টা করা যায়। কারণ সেটা গ্নু-লিনাক্স। উইনডোজের মত ব্যবসা নয়, কম্পিউটার অ্যাকাডেমিগুলোর মত রক্তজীবিতা নয়, ইউনিভার্সিটিগুলোর মত জোতদারমার্গ নয়। সেখানে জানতে চাইলে শেষ অব্দি জানার, শেষতম শেষ অব্দি জানার স্বাধীনতা এবং সুযোগ তৈরি করা আছে গ্নু-লিনাক্সে। কতদূর জানবে, কতদূর, কতটা বুঝবে এবং শিখবে ভাই? যতটা তোমার দম।

জিএলটি-টা আসলে এরকমই। ফর্মাল মিটিং তো আজ পর্যন্ত হয়েছে তো মাত্র দুটো। কিন্তু ছুটির দিন সকালে গুটি গুটি যে অশোকদা দেবাশিসরা আমার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়, বা সারারাত্তির পিউর মেশিনে সুজে চটকে সকালে বাড়ি ফিরি, এগুলোই তো জিএলটি। জিএলটি বলে আসলে আলাদা কিছু নেই, আমার প্রত্যেকেই একটু একটু জিএলটি।

আমাদের কাজ

আমাদের কাজের তালিকা, যা দেখে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে গেছি, ও বাবা আমরা এতসব করি নাকি, দেওয়া আছে আমাদের জিএলটি সাইটে রাখা জিএলটির পরিচিতিতে।

> ১।। সফটওয়ার, ম্যানড্রেক, সুজে, স্ল্যাকওয়ার, ডেবিয়ান, রেডহ্যাট ইত্যাদি লিনাক্স ডিস্ট্রোর সিডিগুলো জোগাড় করা এবং সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। এদের ম্যানুয়াল, এগুলোর বই, গ্নু-লিনাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য বইপত্র, ইলেকট্রনিক আকারে বা ছাপা অবয়বে।
>
> ২।। নিজেরা যে যেটুকু জানি সেটা দিয়ে অন্যের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা। সফটওয়ারের হার্ডওয়ারের। যার সুযোগ আছে সেখান থেকে আর একটু জেনে আসার চেষ্টা করা। নিজেরাই যেটুকু জানি সেটা অন্যদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা, ক্লাস নেওয়া। যেরকম একটা ক্লাস থেকেই এই বইয়ের উৎপত্তি।
>
> ৩।। ওপন সোর্স সংক্রান্ত গ্নু-লিনাক্স সংক্রান্ত কম্পিউটার জগত সংক্রান্ত যে যা জানি সেটা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া — সহজ কথায় গ্নু-লিনাক্স ঠেকবাজি। ফ্রি সফটওয়ার ফাউন্ডেশন বা লিনাক্স ইউজার গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আদানপ্রদান।

এটাই আমাদের জিলটির মানে আমাদের গল্প।

আমরা কারা

আমাদের নাম এবং ঠিকানার তালিকা, ইংরিজি বর্ণমালার অনুক্রমে। এটা একদম শুরুর মিটিং-এর সময়ের সভ্যতালিকা, পরে আরো কয়েকজন যোগ হয়েছে। আরো বন্ধু হয়েছে আমাদের। তাদের নাম এখানে রইলনা।

আরাসু। ওয়ার্ড নং ১৩, সুকান্তপল্লী, বারাসাত। ফোন ২৫৬২০৫৬৬, ইমেল appal_arasu@hotmail.com।
অরিজিত মজুমদার। ৪৯, আদ্যানাথ সাহা রোড, ৭০০০৪৮। ফোন ২৫৩৪০৪২৩।
অর্ণব দেব। বারাসাত। ফোন ২৫৪২১৯৪৮।
অশেষ সেনগুপ্ত। ৩২ ডি/১, সেভেন ট্যাঙ্কস লেন, কোলকাতা ৩০। ফোন ২৫৫৬৩৯৪১।
অশোক দে। ৩ নং চণ্ডীগড়, হরিশনগর, মধ্যমগ্রাম। ফোন ২৫৩৭৫৫৬৩।
ভাস্কর দাস, উদয়রাজপুর, ম্যধ্যগ্রাম, ৭০০১২৯। ফোন ২৫৩৮৩৫৬৭, ইমেল bhaskar_laltu@yahoo.com।
দেবাশিস দাস। শ্রীনগর ২ (দুর্গামণ্ডপের কাছে), মধ্যমগ্রাম। ইমেল debuit2002@rediffmail.com।
দেবপ্রতিম দাস। ৪ নং ঝিল রোড, নিউব্যারাকপুর। সেল ৯৮৩০৪৬১২৫৫, ইমেল dpd19@indiatimes.com।
দীপঙ্কর দাশ। চন্দনগড়, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগনা উত্তর, ৭০০১২৯। ফোন ২৫৩৮৫৬৩৮ ইমেল paagol@vsnl.com।
ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত। বি-২৭/৪, অভ্যুদয়, ইসিটিপি ফেজ ৪, কোলকাতা ১০৭। ইমেল indradg@ilug-cal.org।
ইন্দ্রনীল সান্যাল। ১৩৭/১, মসিদ হালি রোড, কালিকাপুর, বারাসাত। ফোন ২৫৬২০২৬৯।
কৌশিক দাস। উদয়রাজপুর, মধ্যমগ্রাম, ৭০০১২৯। ফোন ২৫৩৮৩৫৬৭।
কেয়া দত্ত। পেয়ারাবাগান, উদয়রাজপুর, মধ্যমগ্রাম। ফোন ২৫৩৭৩১৬০।
নিত্যানন্দ দাস। নেতাজিনগর ব্লক এ, গঙ্গানগর, মধ্যমগ্রাম, ৭০০১৩২।
প্রদীপ ব্যানার্জি। ২৪ এসপি মুখার্জি রোড, কোন্নগর, হুগলি। সেল ৯৪৩৩০৭৪৩০৮।
রাজা ঘোষ। আড়াই নম্বর গেট, বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ৭০০১২৯। ফোন ২৫৩৮৮৭৪৫।
শাশ্বতী গুহ। শ্রীনিকেতন, বোলপুর। সেল ৯৪৩৪০০২৪৫১।
স্মিতা ভদ্র। মদারাট রোড, বারুইপুর, ৭০০১৪৪। ফোন ২৪৩৩০৯৯৭।
তথাগত ব্যানার্জি। আরণ্যক, স্টেশন রোড, বারাকপুর, ৭০০১২০। ইমেল tathagatabanerjee@gmx.net।

আমাদের জিএলটির নিজের কোনো ভৌগোলিক ঠিকানাই নেই এখনো। ইমেল glt-mad@ilug-cal.org। সতেরোই অগাস্ট, ২০০৩-এর বিকেলে জিএলটির প্রারম্ভিক মিটিং-এ ঠিক হয়, এক বছরের মধ্যে জিএলটির কমিটি তৈরি হবে। ততদিন অব্দি কনভেনার দেবাশিস দাস, এবং রিসোর্স পার্সন অশোক দে এবং দীপঙ্কর দাশ। ইয়াহু জিওসিটিতে জিএলটির সাইট আছে, www.geocities.com/ddipankardas। সেখানে জিএলটির সব তথ্যই দেওয়া আছে, এবং আছে জিএলটি ইশকুল পাঠমালার শূন্য থেকে দশ এই এগারোটা দিনের থেকে শূন্য তিন আর চার নম্বর দিন।

২।। জিএলটি ইশকুল পাঠমালা : গ্নু-লিনাক্স — একটি ব্যক্তিগত যাত্রা

অলেখা অবই এবং গ্নু-লিনাক্স

বই একটা বিনিময়, চিন্তার। যাতে থাকে কিছু শব্দ তথা ভাষা, লাইনে লাইনে সাজানো, এবং লাইনের মাঝে মধ্যে আরো অনেক কিছু। লেখক শুধু লাইন লেখেনা, পাঠক শুধু লাইন পড়েনা। ভালো পাঠক লাইনের মধ্যে মধ্যে অলেখা অংশটা পড়তে পারে, এবং ভালো লেখক অলেখা অংশটাকে বেশি করে ভরে দিতে পারে লাইনগুলোয়। লাইনগুলো না-লিখে অলেখাটা লেখা যায়না, কিন্তু লাইন মিলিয়ে তৈরি লেখার লাইনগুলোকে অতিক্রম করে যায় অলেখাটা।

এই বইটার বেলায় কেসটা তার ঠিক উল্টো। অলেখা অংশটাই বই। আর লেখা লাইনগুলো তার কাঠামো। একটা চিত্রনাট্যের মত, শুধু আড়াআড়ি যেখানে পাট পাট করে রাখা আছে ডায়লগ এবং কাঁচা ঘটনার ছক। তৈরি হতে থাকা জ্যান্ত সিনেমার মধ্যে গজিয়ে উঠবে ওই ডায়ালগ আর ঘটনাগুলো। তাদের ছকগুলো তখন ঘটে উঠবে। এই বইটা তেমনি ঘটে ওঠার কথা একটা আগ্রহী সদ্য গ্নু-লিনাক্সীর ণৃমুণ্ডের আবছায়ায়, তার নিজের মাথার ভিতরে।

এই পাঠমালাটা কোনো ম্যানুয়াল না, কী করে গ্নু-লিনাক্স শিখবেন তার ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা না। আপনি নিজে যদি বেধড়ক আগ্রহী হন গ্নু-লিনাক্স শিখতে, না, তার চেয়েও বেশি, আপনি যদি আগ্রহী হন গ্নু-লিনাক্স দিয়ে ভাবতে, তার জন্যে লড়ে যাওয়ার বাসনা থাকে আপনার, বেমক্কা পরিশ্রম করার বাসনা, তাহলে, সেই ম্যারাথন দৌড়ের সময় মোড়ে মোড়ে আপনার হাতে জলের কৌটো এগিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা। বা ধরুন গ্নু-লিনাক্স শেখার বক্সিং-এর রিঙে রাউন্ডের ঘন্টা পড়া মাত্র, আপনি চেয়ারে গিয়ে বসা মাত্র, আপনাকে ভেজা স্পঞ্জ এগিয়ে দেওয়া, বা একটু পায়ের গুলি মালিশ করে দেওয়া। বইটা আসলে লিখছে গ্নু-লিনাক্স, আগ্রহী গ্নু-লিনাক্সীর মুন্ডুর মধ্যে, এই পাঠমালা নামের এই অবইটা তার চিত্রনাট্য।

একদম আলাদা একটা কাঠামো

একটা শহর চেনার প্রক্রিয়ার প্রতিতুলনাটা নিলে অন্য বইয়ের কাঠামোর সঙ্গে এর কাঠামোর ফারাকটা বোঝা সহজ হবে। ধরুন একজন সিরিয়াস গম্ভীর বর্ষীয়ান অ্যাকাডেমিক তার শহরে আসা একজন আগন্তুককে শহর চেনানোর দায়িত্ব পেলেন। তিনি কী দিয়ে শুরু করবেন? পৃথিবী নামক গ্রহের ভূগোলের নিরিখে শহরটার অবস্থিতি তথা ভৌগোলিক খুঁটিনাটি চেনাবেন, শহরটার ইতিহাস জানাবেন, তারপর শহরটার উপর করা সমাজবৈজ্ঞানিক নানা পাঠের সঙ্গে পরিচিত করাবেন বহিরাগতকে, শহরটার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবন — ইত্যাদি সবকিছুতে, ক্রমে ক্রমে। একটা অভ্যস্ত সঙ্গত অ্যাকাডেমিক টেক্সটবই এভাবেই গড়ে ওঠে। একটা যুক্তিবৈজ্ঞানিক বা লজিকাল ছক, তার মধ্যে একটু করে রক্তমাংস ভরে ভরে শহরটার ধারণা গড়ে তোলা হবে আগন্তুকের মাথায়, তারপর বাস্তব শহরের নানা ঘটমানতার সঙ্গে তার সেই জানাটাকে মিলিয়ে দেখার জায়গা বানানো হবে।

কিন্তু ধরুন, এই দায়িত্বটা পেল বাজে-বকা বেশি-বকা কোনো ভুলভাল ঠেকবাজ। সে-ও তো চেনাবে শহরটাকে। কী ভাবে?

সে প্রথমেই আগন্তুককে নিয়ে ঘুরতে মানে ঠেক মারতে বেরোবে, নিজেও রোজ যা করে। বেরিয়ে নিজের খুশি মত ঘুরতে থাকবে শহরের রাস্তায়, যে রাস্তায় আগন্তুকের সঙ্গে মিলে ঘুরে বেড়ানোটা তার ইন্টারেস্টিং লাগছে। যে গলি, উপগলি, কানাগলি বেয়ে সে আগে কখনো গেছে বা যায়নি। কোথাও যেতে যেতে কোনো দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে, কোথাও একটা বড় গর্তের সামনে, এখানেই একটা কামানের গোলা পড়েছিল, কোথাও একটা রেলিঙের সামনে — শহরের যুবক-যুবতীরা এখান থেকেই সুইসাইড খায়, প্রেমের মাঠের ঘাস খাওয়ার সুযোগ না-থাকলে। যেখানে তার মনে হল, আগন্তুকের চোখটা যেন একটু চিকচিক করছে, একটু যেন বেশি আগ্রহ, সেখানে একটু বেশি বাজে বকবে। এরকম করতে করতে যখন মনে হবে একদিনের মত করে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি হয়েছে, তখন এক দিনের মত শহরচেনা সাঙ্গ করে তারা আস্তানায় ফিরে যাবে। আবার পরের দিন বেরোতে হবেনা? এখান থেকেই এসেছে 'চ্যাপ্টার'-এর বদলে 'দিন'-এর ধারণাটা। বইয়ের চ্যাপ্টার ঘটে বইয়ের বিষয়ের আভ্যন্তরীন যুক্তির বিকাশের সঙ্গে

মিলিয়ে। এখানে কোনো যুক্তিবৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা নেই, একদমই মেঠো যুক্তি — এই আমার ঠ্যাং টনটন করছে রে, আবার কাল, হ্যাঁ?

এই রকম ঘোরাঘুরি আর বকাবকি করতে করতে যখন তার নিজের ভাঁড়ার খতম হয়ে যাবে, এবং সেটা প্রায়ই যাবে, বা আর বকবক করতে ইচ্ছে করবে না, তখন সে দেখিয়ে দেবে, ওই যে লোকটাকে দেখছেন, ওর বড়মামা এই শহরের পত্তন করেছে, ওর সেজবৌদি শহরের কাউন্সিলর, ও একটা ডাইরেক্টরি লিখেছে, সবার পড়ার জন্যে রেখে দিয়েছে লাইব্রেরিতে, সেটার থেকে পড়ে নিন ভাই, আমি একটু বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে আসি। জিএলটি ইশকুল পাঠমালায় একদম এই কায়দায় মুহুর্মুহু পাঠককে ঠেলে দেওয়া হয়েছে গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমের মধ্যেই দেওয়া থাকা পাঁজা পাঁজা ম্যানুয়ালের দিকে। বা কোথায় গিয়ে কী করলে নিজেই এর মানেটা খুঁজে নিতে পারবেন সেই দিকে। প্রায়ই প্রায় কিছুই বলা হয়নি। যান ভাই পড়ে নিন, অত বকতে পারছি না, আর অত ভালো করে বলতেও পারব না, আমি তো ম্যানুয়াল লিখিয়ে নেই, আমি গ্নু-লিনাক্স শহরের একজন আয়েসি ঠেকবাজ মাত্র। নিজেই দেখে নিন না। আপনাকে তো নিজেই চিনতে হবে, নিজের ঠেক বানিয়ে নিতে হবে, আমি তো নিমিত্ত মাত্রও নই।

এবং, একজন ঠেকবাজের তো কোনো দায় নেই। ইতিহাসগত-ভাবে ভূগোলগত-ভাবে মানববিজ্ঞানগত-ভাবে সামগ্রিক সঙ্গত সঠিক এবং সুপ্রযুক্ত হওয়ার। তার নিজের যেসব জায়গায় যেতে ভালো লাগে, যাদের সঙ্গে ঠেক মারতে ভালো লাগে, সেখানে সে আগন্তুকটিকে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে মাত্র। এইখানটায় দাঁড়িয়েই পাঠকের পাঠের চরিত্রটা অন্য বইয়ের থেকে একদম পালটে যাচ্ছে। পাঠক আর গ্নু-লিনাক্স বা ওই সংক্রান্ত কোনো লেখা পাঠ করছে না। পাঠ করতে শুরু করছে এই ঠেকবাজের শহর চেনার রকমটাকে, এই শহরের গলি-উপগলির সঙ্গে লোকগুলোর সঙ্গে ঠেকগুলোর সঙ্গে এই ঠেকবাজের জ্যান্ত সম্পর্কটাকে। মানে পাঠ করছে লেখকের সঙ্গে গ্নু-লিনাক্সের সম্পর্কটাকে। পাঠক নিজেই এবার একটা জ্যান্ত রকমে পড়তে শুরু করছে, কিন্তু সেই পাঠটা এই লেখাটার নয়, গ্নু-লিনাক্স নামে জ্যান্ত শহরটার একজন জ্যান্ত বাসিন্দাকে, মানে জ্যান্ত গ্নু-লিনাক্সকে।

তাই, কোনো বই লেখা হচ্ছেনা, ঠেকবাজ আর আগন্তুকের কথাবার্তা, ফিসফাস, চুপ-করে-থাকা, চ্যাংড়ামি — এই সব কিছুকে মিলিয়ে গজিয়ে উঠছে শহর চেনার প্রক্রিয়াটার একটা চিত্রনাট্য। শহরটা ক্রমে গজিয়ে উঠতে শুরু করছে আগন্তুকের মাথার ভিতরে। তাই, কোনো নিখাদ পাঠক এই অবইয়ের কোনো পাঠকই নয়। পদব্রজী ঠেকব্রজী আগন্তুক হতে হবে তাকে, হেঁটে দেখতে শিখুন, ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়। তার মাথার মধ্যে মিলে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটা একটা নিয়ন্ত্রিত এলোমেলোপনা, কন্ট্রোলড ক্যাওস। আমার নিজের শহর চেনার স্মৃতি থেকে যে গলিগুলো খুব জটিল লেগেছিল, যে এলাকাগুলো চেনা এবং বোঝা খুব প্রয়োজন মনে হয়েছিল, সেগুলো দিয়েই বারবার নিয়ে যাচ্ছি আমি। এক একবার এক এক দিক থেকে। এবং অ্যাকাডেমিক একটা টেক্সটবইয়ের সঙ্গে একটা বড় ফারাক এখানেও। সেখানে একটা নিয়ম মেনে, আগের পরের বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিবৈজ্ঞানিক সম্পর্ক রেখে প্রতিটা বিষয় আসে। এখানে এসেছে একজন ব্যক্তিগত ঠেকবাজের ব্যক্তিগত যাত্রার অভিজ্ঞতাপ্রসূত গুরুত্বের নিয়ম মেনে, ভালো-লাগার নিয়ম মেনে, সুবিধের নিয়ম মেনে।

কাদের জন্যে লেখা

এ জাতের কোনো বই কেউ কোথাও দেখেছে শুনলেই শ্রোতা প্রথম প্রশ্নটা করে, আরো গ্নু-লিনাক্স নিয়ে চারদিকে হঠাৎ গজানো মিডিয়া উৎসাহের হিড়িকে, 'হ্যাঁরে, ওটা পড়লেই লিনাক্স শেখা যাবে?' ঔপনিবেশিক নেটিভ যেমন করে ধরে নেয়, ইংরিজি শিখে ফেললেই, পাউডার মেখে ফরসা হলেই সাহেব হতে পারবে, মেমের পাশে বসে অর্কেস্ট্রা দেখতে পাবে প্যান্টুলুন পরে — এই ফ্যান্টাসিতে ভোগে। তেমনি আর এক ব্রান্ডের সাহেবতার হিড়িক।

তাদের মৃদু হেসে বলার, একদমই না, এই অবইটা পড়ে আপনি যে কিছুতেই গ্নু-লিনাক্স শিখবেন না, এটা একদম শূন্য নম্বর দিনের শুরুর মুহূর্তেই বলে নেওয়া আছে, পুরো দস্তুর অনসাইট ওয়ারান্টি সহ। এই জাতের পাঠকের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় কাজ নেই এই অবইয়ের। যে পাঠক নিজের ক্রিয়াকে পড়তে শেখেনি, তাকে রসগোল্লা খিলাতে খিলাতে কোনো কিছু শিখিয়ে ফেলার ধৃষ্টতাই নেই এই অবইয়ের। যন্ত্র কিনুন, ম্যানুয়াল ফ্রি — সেই গোত্রের কোনোকিছু যাতে কিছুতেই না-হয়ে পড়ে এই পাঠমালাটা, তার দিকে পুরোদস্তুর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। লেখক হিশেবে পাঠমালাটার বিক্রির নিরিখে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর যা বলতে পারি, তাও একটু কুঁতে, কোনো সুশ্রাব্য

বাক্য শুনলেই কোঁত পাড়ার বয়সে পৌঁছে গেছি অনেকদিন হল — কেউ যদি নিজেই গ্নু-লিনাক্সের প্রক্রিয়ার অংশীদার হওয়ার ব্যক্তিগত যুদ্ধে নামতে চায়, তার সবচেয়ে নিকট সহযোদ্ধা হওয়ার চেষ্টা করেছে অবইটা।

জিএলটিতে আমার চারপাশে, আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট যেসব বন্ধুদের সঙ্গে গ্নু-লিনাক্স নিয়ে কথাবার্তা বলেছি, নানা প্রশ্ন উঠেছে, বা পড়াতে গেছি যখন জিএলটির ক্লাসে, সেখানে যে জিনিষগুলোকে দেখেছি সবচেয়ে বেশি ছেলেপিলেদের উত্তেজিত করে, যে প্রসঙ্গগুলো দিয়ে গ্নু-লিনাক্সে ভাবতে পারাটা সবচেয়ে বেশি চারিয়ে দেওয়া যায়, তাদেরকেই নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি লেখাটায়। উইনডোজ করতে করতে অন্তরালে রয়ে যায় মেশিনের যে দানবিক শক্তি, সেটাকে নিজের মত করে যে একবারো অনুভব করেনি, করতে চায়নি, দৈত্যদের সঙ্গে টেবিল টেনিস না-খেলে উইনডোজে মাউসের পেটে কাতুকুতু দিয়ে 'বঃ, এই তো বেশ কম্পুটার জানি' ভেবে ফেলাতেই, নিজের পিঠ চুলকে নেওয়াতেই যার রুচি, তার জন্যে এই লেখাটা কিছুতেই লেখা হয়নি। কারন বুঝতে বা জানতে চায়নি সে নিজেই, শুধু নিজের ঝুলে-যাওয়া কনফিডেন্স খাড়া করতে চেয়েছে, আয়নার দিকে তাকিয়ে যাতে বলতে পারে, ওয়ালা : এক্সে হোমো — এই দেখো লোকটার কোট, এই দেখো গলার জাঙ্গিয়া, কী স্মার্ট দেখাচ্ছে, লোকটা আবার লিনাক্স-ও জানে। তার মনোরোগের দাওয়াই নয় এই পাঠমালাটা।

জিএলটি মধ্যমগ্রামের তরফে ত্রিদিব সেনগুপ্ত (দীপঙ্কর দাশ)

glt-mad@ilug-cal.org

MADHYAMGRAM